আগামী ০৩-০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সরকারি সফরে অংশগ্রহণ এবং World Economic Forum (WEF)-এর আয়োজনে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৯

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,
শুভ অপরাহ্ণ।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আগামী ০৩-০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সরকারি সফরে ভারত গমন করবেন। এছাড়াও তিনি World Economic Forum (WEF)-এর আয়োজনে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে আমি সহ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক এবং বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টাবৃন্দ, মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ ও উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসাবে এ সফরে যোগদান করবেন।

০৩। আলোচ্য সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ০৩-০৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে World Economic Forum (WEF)-এর আয়োজনে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য India Economic Summit-এ অংশগ্রহণ করবেন । উক্ত সম্মেলনের প্রথম দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী International Business Council-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে Country Strategy Dialogue-এ অংশগ্রহণ করবেন। International Business Council বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ফোরাম হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধারণত এ সংলাপে জি-২০ গ্রুপভুক্ত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন World Economic Forum (WEF)-এর সভাপতি এবং বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান রাজনীতিক এবং কূটনীতিক জনাব Børge Brende।

০৪। ০৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে উক্ত সামিট-এর সমাপ্তি অধিবেশনে অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা অধিকতর বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর মতামত বিনিময় করবেন। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রী Mr. Heng Swee Keat সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে অবস্থান কালে সিঙ্গাপুরের মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

০৫। আগামী ০৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সকাল ১১:৩০ উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উভয় দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এ বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে:

ক. সীমান্তে হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমান্তে সকল প্রকার চোরাচালান বন্ধে বিভিন্নমুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

খ. উভয় দেশের মধ্যে জনযোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ যথা বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতীয় ভিসা থাকা সাপেক্ষে আরও অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. সন্ত্রাসবাদ রোধ এবং অঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

ঘ. সার্বিক বাণিজ্যিক এবং আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।

ঙ. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর আরোপিত অ্যান্টি-ডাম্পিং এবং অ্যান্টি সারকামভেনশন ডিউটি প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা। এছাড়া, বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত পণ্য ভারতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উভয় দেশের স্থলবন্দর সমূহের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ।

চ. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌ ও সমুদ্রপথে যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। এর ভিত্তিতে চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত হতে পণ্য আমদানি-রপ্তানির বিষয়ে এসওপি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে।

ছ. আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 'বিবিআইএন এমভিএ' চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ। রেল, বিমান এবং সড়ক পথে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা।

জ. গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উভয় দেশের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ। তিস্তা সহ অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টনের বিষয়ে 'কাঠামোগত চুক্তি' স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা।

ঝ. উন্নয়ন এবং জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

ঞ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০ বছর পূর্তি যৌথভাবে উদযাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

ট. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যবাসনের বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা।

০৬। আলোচনা শেষে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নৌ-পরিবহন, অর্থনীতি, সমুদ্র গবেষণা, পণ্যের মান নির্ধারণ, বাণিজ্য, শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি খাতে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

০৭। এছাড়াও, উক্ত সফরকালে আগামী ০৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। একই দিন সকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী এস. জয়শঙ্কর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া, ০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

০৮। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় এ দু'দেশের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা ও বোঝাপড়া এখন অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বলিষ্ঠ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত সফর দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক দৃঢ়তর করবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বিদ্যমান গতিশীল সম্পর্ককে আরো সুসংহত করবে বলে আশা করা যায়।

০৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ আগামী ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করবেন এবং সফর শেষে, আগামী ০৬ অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।